মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৩৩১

পর্ব-১৩: বিবাহ (كتاب النكاح)

পরিচ্ছেদঃ ১৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - ‘ইদ্দত

بَابُ الْعِدَّةِ

আরবী

وَعَن أُمِّ عطيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تكتحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَا تختضب»

বাংলা

৩৩৩১-[৮] উম্মু ’আত্বিয়্যাহ্ (নুসায়বাহ্) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো রমণী যেন মৃতের জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন না করে, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন ব্যতীত। এছাড়া সে যেন রং করা সুতার কাপড় ছাড়া কোনো রঙিন কাপড় না পরে, সুরমা না লাগায় ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে। অবশ্য ঋতুস্রাব হতে পাক হওয়ার সময় (শরীরের দুর্গন্ধ দূরীকরণে) ’কুস্ত্ব’ ও ’আযফার’ জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় আছে, মেহেদিও না লাগায়।

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫৩৪২, মুসলিম ৯৩৮, আবূ দাঊদ ২৩০২, নাসায়ী ৩৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২০৮৭, ইরওয়া ২০১৪, সহীহ আল জামি‘ ৭৬৪৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ) অর্থাৎ আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউ মারা গেলে মহিলার জন্য তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা জায়িয নয়। কেবল স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। এমনকি এই

শোক পালন করা জরুরী।

এখানে আমাদেরকে দু’টি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। এক : স্বামী ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন দিন শোক পালন জায়িয। জরুরী বা ওয়াজিব নয়। তিন দিনের বেশি পালন করলে না-জায়িয হবে। দুই : স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা কেবল জায়িয নয় বরং ওয়াজিব বা অপরিহার্য। স্বামীর ক্ষেত্রে শোক পালনে শৈথিল্যপ্রদর্শন করলে স্ত্রী গুনাহগার হবে। স্বামীর বেলায় শোক পালনের বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকটি বিষয় হলো, চার মাস দশ দিনের শোক পালনের কথা অধিকাংশ নারীর দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। নতুবা মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তবে তার ‘ইদ্দত যেমন বাচ্চা প্রসব তেমনি তার শোক পালনের মেয়াদও বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। স্বামীর মৃত্যুর পর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মহিলা শোক পালন করবে। চার মাস দশ দিনের পূর্বেই যদি বাচ্চা প্রসব হয়ে যায় তবে শোক পালনের জন্য মহিলাকে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে না। মোটকথা, গর্ভপাত পর্যন্ত সময় চার মাস দশ দিনের কম হোক বা বেশি হোক গর্ভবতী মহিলার জন্য এ সময়টুকু শোক পালন করতে হবে। তবে কোনো কোনো ‘আলিম বলেন, গর্ভবতী মহিলা চার মাস দশ দিন পার করে ফেললে প্রসব না হলেও তাকে শোক পালন করতে হবে না। অর্থাৎ তাদের মতে শোক পালনের মেয়াদ সবার ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন।

‘আলিমগণ বলেন, স্বামী মারা গেলে ‘ইদ্দত পালনের সাথে সাথে শোক পালন করতে হয়, কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা নারীকে কেবল ‘ইদ্দত পালন করতে হয়, ‘ইদ্দাতের সাথে শোক পালন করতে হয় না, এর রহস্য হলো; সাজ-সজ্জা এবং সুগন্ধি বিবাহের দিকে আকৃষ্ট করে, তাই এ থেকে বাধা দেয়া হয়েছে। যাতে এই বিরত থাকাটা মহিলাকে বিবাহ থেকে বারণ করে; কেননা মারা যাওয়া স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে বারণ সম্ভব নয়। তাই বিরত থাকাটা স্বামীর পক্ষ হয়ে বারণ করার ন্যায়। অপরদিকে তালাকপ্রাপ্তা নারীর স্বামী জীবিত থাকায় ‘ইদ্দাতের পূর্বে বিবাহতে বিবাহকারী তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে। তাই অন্য কোনো বাধার প্রয়োজন নেই। আর চার মাস দশ দিনের রহস্য হলো, চার মাস পূর্ণ হলে সন্তানের আত্মা আসে, এর সাথে আরো দশ দিন সতর্কতাবশত। (শারহে মুসলিম ৪র্থ খন্ড, হাঃ ২২৯৯)

وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ অর্থাৎ রঙিন কাপড় পরবে না তবে ‘আস্বের’ কাপড় পরতে পারে। ‘আস্বে’র কাপড় বলতে ইবনুল কইয়্যিম ও ইবনু কুদামার মতে, ‘আস্ব’ এক ধরনের উদ্ভিদ, যা দিয়ে কাপড় রঙানো। রঙিন কাপড়ের মাঝে ‘আস্ব’ দ্বারা রঙানো কাপড়ের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রঙ দ্বারা রঙানো কাপড় না জায়িয।

ইবনু হাজার-এর বর্ণনা মতে, এটি এক ধরনের নকশাকৃত চাদর। যার সুতা গিরো দিয়ে রঙিন করার পর কাপড়ের বুননের মাধ্যমে এমন নকশা হত যে, যে জায়গাটি গিরো দেয়া হয়েছে তা রঙিন না হয়ে সাদা থাকত। ইবনুল মুনযির বলেন, ‘আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শোক পালনকারিণী নারীর জন্য হলুদ বা রঙিন কাপড় পরিধান করা জায়িয নয়। তবে কালো রঙে রঙিন কাপড় পরা জায়িয। ইমাম শাফি‘ঈ, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অনুমোদন দেন; কেননা কালোকে সজ্জার জন্য পরিধান করা হয় না, বরং তা চিন্তিত সময়ের পোশাক। (‘আওনুল মা‘বূদ ৪র্থ খন্ড, হাঃ ২২৯৯)

ইমাম নববী লিখেন: আমাদের ইমামগণ বলেন, যে কাপড় রঙিন, অথচ তা দ্বারা সজ্জা অবলম্বন করা হয় না তা জায়িয। (শারহে মুসলিম ৯/১০ খন্ড, হাঃ ১৪৮৮)
সারকথা, ‘ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য সাজ-সজ্জা অবলম্বন জায়িয নয়। তাই অতি সাধারণ পুরাতন রঙিন কাপড় পরলে তা না জায়িয অবৈধ হবে না। আবার ধবধবে সাদা নতুন উন্নতমানের কাপড় যা সাজের ক্ষেত্রে রঙিনকে হার মানায় বলে দেখা যায় তা পরিধান করা বৈধ হবে না। অর্থাৎ মূল বিষয় হচ্ছে সাজ-সজ্জা অবলম্বন থেকে বিরত থাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙিন কাপড়কেই সাজের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাই হাদীসে রঙিন কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। অতএব অতি সাধারণ রঙিন কাপড় যেমন না-জায়িয হবে না, তেমনি অতি উন্নত সাদা কাপড় জায়িয হবে না। আল্লাহ অধিক জানেন।

(قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) ‘কুস্ত্ব’ এবং ‘আযফার’ দু’টো সুগন্ধির নাম। শোক পালনকারী নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমোদন না থাকলেও হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার সময় এই সুগন্ধি সামান্য ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অল্প একটু ব্যবহারের মাধ্যমে শরীর থেকে হায়িযের রক্তের দুর্গন্ধের যে একটি প্রভাব রয়েছে তা দূর করবে। শরীরকে সুগন্ধযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করবে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হালকা সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি দেন।

(وَلَا تَخْتَضِبُ) আর খিযাব লাগাবে না। শোক পালন অবস্থায় না-জায়িয আরেকটি বস্তু হলো মেহেদী ব্যবহার। মেহেদী সজ্জার অন্তর্ভুক্ত একটি জিনিস। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেদী দ্বারা নিজের শরীরে রঙ্গ লাগাতে নিষেধ করেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68658

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন